রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১২, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১২ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.২০০—স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তানি দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং আটান্নর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সূচিত গণজাগরণ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে জাতিকে সুসংগঠিত করে নেতৃত্ব দেন এই মহান পুরুষ। গণমানসে তাঁর চিরায়ত অধিষ্ঠান বাঙালি জাতির জন্য নিরন্তর প্রেরণার উৎস।

২। 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ'-একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস, এক ও অভিন্ন সত্তা এবং বাঙালি জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের এক আলোকবর্তিকা। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, ন্যায্যতাভিত্তিক, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কুচক্রীমহল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই কালো

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

দিনে তাঁর সঙ্গে শাহাদৎবরণ করেন তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ও স্বজন। এই বর্বর হত্যাযজ্ঞ ছিল বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের আত্মবিকাশকে রুদ্ধ করে দেওয়াই ছিল এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড জাতির অস্তিত্ব ও মননে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সে ক্ষতের কিছুটা উপশম হয়েছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে খুনিদের বিচারের মাধ্যমে। অনেক বাধাবিপত্তির পর বিলম্বে হলেও ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। এই বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জাতি তার কলঙ্কের দায় লাঘব করতে সমর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই জাতির পিতার রক্তের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

৩। আগামী ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মন্ত্রিসভার ২৬ শ্রাবণ ১৪২২/১০ আগস্ট ২০১৫ তারিখের বৈঠকের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। অতঃপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাহাদৎ বরণকারী তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ও স্বজনকে স্মরণ করে, পনেরই আগস্টের মহান শহীদ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং বাঙ্গালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই গভীর শোককে অপরিমেয় শক্তিতে পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার এ বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৬ শ্রাবণ ১৪২২ / ১০ আগস্ট ২০১৫

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তানি দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং আটান্নর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে সূচিত গণজাগরণ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে জাতিকে সুসংগঠিত করে নেতৃত্ব দেন এই মহান পুরুষ। গণমানসে তাঁর চিরায়ত অধিষ্ঠান বাঙালি জাতির জন্য নিরন্তর প্রেরণার উৎস।

'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ'- একটি অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস, এক ও অভিন্ন সত্তা এবং বাঙালি জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের এক আলোকবর্তিকা। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, ন্যায্যতাভিত্তিক, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখনই দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কুচক্রীমহল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই কালো দিনে তাঁর সঙ্গে শাহাদৎবরণ করেন তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ও স্বজন। এই বর্বর হত্যাযজ্ঞ ছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের আত্মবিকাশকে রুদ্ধ করে দেওয়াই ছিল এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড জাতির অস্তিত্ব ও মননে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সে ক্ষতের কিছুটা উপশম হয়েছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে খুনিদের বিচারের মাধ্যমে। অনেক বাধাবিপত্তির পর বিলম্বে হলেও ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। এই বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জাতি তার কলঙ্কের দায় লাঘব করতে সমর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই জাতির পিতার রক্তের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

আসন্ন ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ৪০তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মন্ত্রিসভা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মন্ত্রিসভা এ উপলক্ষে আরও স্মরণ করছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাহাদৎ বরণকারী তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ও স্বজনকে। মন্ত্রিসভা পনেরই আগস্টের মহান শহীদ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং এই প্রত্যয় ব্যক্ত করছে যে, বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই গভীর শোককে অপরিমেয় শক্তিতে পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd